আলমডাঙ্গায় চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতা মতিয়ার গ্রেফতার

বিএনপি’র পদযাত্রায় হামলা মামলার আসামি চুয়াডাঙ্গায় স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক নেতা মতিয়ার রহমান গ্রেপ্তার হয়েছে।

আলমডাঙ্গা উপজেলার খাদেমপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র পদযাত্রায় হামলার ঘটনায় দায়ের করা মামলায় চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মতিয়ার রহমানকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে উপজেলার খাসকররা ইউনিয়নের রাইসা গ্রামে অবস্থিত তার শ্বশুরবাড়ি থেকে তাকে আটক করে। পরে সংশ্লিষ্ট মামলায় মঙ্গলবার দুপুরে তাকে আদালতে হাজির করা হলে বিচারক তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

গ্রেপ্তারকৃত মতিয়ার রহমান চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। তিনি চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন।

পুলিশ সূত্র জানায়, ২০২৩ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি বিএনপি’র কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে ইউনিয়ন বিএনপির পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। ওই দিন মহাসিন আলীর নেতৃত্বে বিএনপি’র ৩০–৪০ জন নেতাকর্মী পদযাত্রায় অংশ নিতে আলমডাঙ্গা উপজেলার খাদেমপুর ইউনিয়নের দিকে যাচ্ছিলেন। পথে তারা খাদেমপুর ইউনিয়নের পাঁচকমলাপুর গ্রামের হায়দার মোড় এলাকায় পৌঁছালে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা দেশীয় অস্ত্র নিয়ে পরিকল্পিতভাবে তাদের ওপর হামলা চালায়।

হামলার সময় বিএনপি নেতাকর্মীদের মারধরের পাশাপাশি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এ ঘটনায় অন্তত পাঁচটি মোটরসাইকেল ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। পরে এ ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, মামলার তদন্ত চলমান রয়েছে এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িত

অন্যান্য আসামিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

মেহেরপুর জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের নবনির্বাচিত কমিটির শপথ গ্রহণ

মেহেরপুর জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের ত্রিবার্ষিক নির্বাচনে নবনির্বাচিত সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রবিবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়ন কার্যালয়ে নবনির্বাচিত ১৫ সদস্যবিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাচন কমিশনার অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন নবনির্বাচিত নেতৃবৃন্দকে শপথবাক্য পাঠ করান। এসময় উপস্থিত ছিলেন, সহকারী নির্বাচন কমিশনার হানিফ মন্ডল ও মকবুল হোসেন।

শপথগ্রহণকারী নেতৃবৃন্দ হলেন— সভাপতি আহসান হাবিব সোনা, সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান, কার্যকরী সভাপতি সাজেদুর রহমান সাজু, সহ-সভাপতি শাহিন আলী টুটুল, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এরশাদ আলী, সহ-সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ হোসেন তুষার, সাংগঠনিক সম্পাদক রমিজ উদ্দিন, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক চাঁদ আলী, কোষাধ্যক্ষ মাহবুব এলাহী, শ্রমিক কল্যাণ সম্পাদক মাহবুব হোসেন রিপন, লাইন সম্পাদক সোহেল রানা সজিব, প্রচার সম্পাদক ইয়ারুল ইসলাম এবং সদস্য শরিফুল ইসলাম, মহিন শেখ ও খবিরুল ইসলাম।

উল্লেখ্য, গত ১৭ নভেম্বর ইউনিয়নের ত্রিবার্ষিক নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়। নবনির্বাচিত সভাপতি আহসান হাবিব সোনা ও সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান জানান, শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার আদায়, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও সার্বিক কল্যাণে তারা আন্তরিকভাবে কাজ করবেন।

মেহেরপুর জেলা এপেক্স ক্লাবের কমিটি গঠন

২০২৬ সালের জন্য মেহেরপুর জেলা এপেক্স ক্লাবের জেলা কমিটি গঠন করা হয়েছে। গতকাল শনিবার দুপুর ১২টার দিকে মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবে বার্ষিক সাধারণ সভায় এ কমিটি ঘোষণা করা হয়। মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা এপেক্স ক্লাবের যৌথ আয়োজনে বার্ষিক এজিএম অনুষ্ঠিত হয়।

জুলফিকার আলী ভুট্টোর সভাপতিত্বে এবং বর্তমান সভাপতি রফিকুল আলম বকুলের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. শেখ বখতিয়ার উদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সন্ধানী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আবু জাফর, জেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর প্রতিদিনের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহবুব চান্দু, এপেক্স বাংলাদেশের জাতীয় কমিটির ন্যাশনাল এক্সটেনশন ডিরেক্টর এপেক্সিয়ান শাহনাজ পারভীন সেতু এবং চুয়াডাঙ্গা এপেক্স ক্লাবের সভাপতি অ্যাডভোকেট বদরুদ্দীন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন গেস্ট অব অনার এপেক্স ক্লাব ডিস্ট্রিক্ট-০৬ এর ডিজি অ্যাডভোকেট আমির হামজা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. শেখ বখতিয়ার উদ্দীন বলেন, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বা ভালো কাজ করতে হলে নিজেকে ভালো হতে হবে। পরিবার থেকেই ভালো কাজের উদাহরণ তৈরি করতে হবে। সমাজে কম সুবিধাপ্রাপ্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র আমাদের অনেক দিয়েছে এখন আমাদেরই সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য কাজ করতে হবে।

তিনি এপেক্সের তিনটি মূলমন্ত্র সার্ভিস, সিটিজেনশিপ ও ফেলোশিপ স্মরণ করে এপেক্সিয়ানদের সমাজ উন্নয়নে আরও সক্রিয় ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান। একই সঙ্গে পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর পার্থেনিয়াম গাছের অপকারিতা তুলে ধরে এ গাছ নির্মূলে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

আলোচনা শেষে দ্বিতীয় পর্বে ডিনার মিটিং, ডিরেক্টর রিপোর্ট, ক্লাব স্কুলিং ও ক্লাব নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে এপেক্স ক্লাব অব মেহেরপুরের ২০২৬ সালের জন্য সভাপতি হিসেবে বিশিষ্ট সংগঠক জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে তরুণ সংগঠক নাফিউল ইসলাম নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে ১১ সদস্যের নতুন জেলা কমিটি গঠন করা হয়।

মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সমাবেশ ও মিছিল

“আমার প্রথম ভোট বাংলাদেশের পক্ষে হোক, আমার প্রথম ভোট ধানের শীষের পক্ষে হোক” এই স্লোগানকে সামনে রেখে সমবেশ ও মিছিল করেছে মেহেরপুর জেলা ছাত্রদল।

বৃহস্পতিবার বিকালে মেহেরপুর সড়ক বিভাগের সামনে থেকে একটি মিছিল বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে কাথুলি বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে শেষ হয়।

আগে সেখানে সমাবেশ করা হয়। সমাবেশের সভাপতিত্ব করেন জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজির।

সঞ্চালনা করেন জেলা ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক রাশিদুল ইসলাম রাজন।

সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় বিএনপি’র নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুণ। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

বক্তারা বলেন, ছাত্রদলের স্লোগান আমার প্রথম ভোট বাংলাদেশের পক্ষে হোক, আমার প্রথম ভোট ধানের শীষের পক্ষে হোক। একটি মহল জুলাই অভ্যুত্থান নিয়ে ষড়যন্ত্র করছে। এর আগে স্বৈরাচার হাসিনা একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধা চেতনা নিয়ে জনগণের সাথে ধোঁকাবাজি

করেছে। আরেকদল ধর্মকে পুঁজি করে মানুষের কাছে বিভ্রান্ত ছড়াচ্ছে। আমাদের সকলকে ঐক্য থাকতে হবে। সমস্ত ষড়যন্ত্রকে রুখতে হবে। বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বিবিসিকে সাক্ষাৎকার দেওয়াটা বাংলাদেশের জন্য একটি দলিল।

ঝিনাইদহ জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নিয়ম বহির্ভুত কমিটি বাতিলের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল কর্তৃক নিয়ম বহির্ভূতভাবে ঝিনাইদহ জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড অনুমোদনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বাতিলের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছেন জেলা মুক্তিযোদ্ধা দল। আজ শনিবার দুপুরে ঝিনাইদহ আইনজীবী সমিতির কার্যালয়ে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন, ঝিনাইদহ শহীদ জিয়াউর রহমান ল কলেজের অধ্যক্ষ বীরমুক্তিযোদ্ধা এস এম মশিয়ুর রহমান। এ সময় বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল আলীম, গোলাম মোস্তফা লোটন, মোঃ রেজাউল ইসলাম, মোঃ ইসরাইল হোসেন, সিদ্দিকুর রহমান ও লিয়াকত আলীসহ অনেক মুক্তিযোদ্ধারা উপিস্থিত ছিলেন। সংবাদ সম্মেলনে উল্লেখ করা হয়, দেশের সরকার পরিবর্তন হলেও “দেশকে স্বাধীন করার জন্য জীবন বাজি রাখা মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে প্রতারণা করা হচ্ছে। ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধা সংসদকে প্রশ্নবিদ্ধ করার অপচেষ্টা আমরা কোনোভাবেই মেনে নেব না।”

অভিযোগ করা হয়, গত ৫ জুলাই কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের সভায় স্পষ্ট সিদ্ধান্ত হয়, জেলা কমান্ড গঠন করতে হবে উচ্চতর ট্রেনিং প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে। যেখানে একাধিক কমিটি থাকবে, সেখানে সমঝোতা অথবা কেন্দ্রীয় নেতাদের উপস্থিতিতে মুক্তিযোদ্ধাদের মতামতের ভিত্তিতে কমিটি গঠনের কথা বর হয়। এছাড়া বিগত সরকারের ঘনিষ্ঠ সহযোগী কিংবা অবৈধ সুবিধাভোগীদের বাদ দেওয়ার নির্দেশনা ছিল। কিন্তু এসব নির্দেশনা উপেক্ষা করে ঝিনাইদহ

জেলা কমান্ড গঠিত হয়েছে বলে অভিযোগ করেন মুক্তিযোদ্ধারা।

অভিযোগে দাবী করা হয়, অনুমোদিত কমিটির ১ নং আহ্বায়ক, ২ নং যুগ্ম আহ্বায়ক ও সদস্য সচিব এই তিনজনের কেউই উচ্চতর ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা নন। বরং তাঁরা বিগত সরকারের ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং অবৈধ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেছেন।

এছাড়া জেলার পক্ষ থেকে চারটি কমিটি জমা দেওয়া হলেও প্রাণিত তিন কমিটির কাউকে না জানিয়ে গোপনে একটি প্যানেল থেকে কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়। ঘোষিত কমিটির আহ্বায়কের ছেলে বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের নিয়ান্বিত মুক্তিযোদ্ধা সন্তান কমান্ডের সদস্য সচিব ছিলেন। উপরন্তু ঘোষিত কমিটির ১১ সদস্যের মধ্যে ছয়জনই পদত্যাগ করেছেন, ফলে গঠিত এই কমিটির কোনো বৈমতাই নেই।

সংবাদ সম্মেলনে মুক্তিযোদ্ধারা হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, “বর্তমান জেলা কমার অবৈধ। অনিত্বে এ কমিটি বাতিল করে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে মুক্তিযোদ্ধাদের মতামতের ভিত্তিতে নতুন কমিটি গঠন করতে হবে। নইলে যে কোনো পরিস্থিতির দায় কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলকেই বহন করতে হবে।

ভারতে পালানোর সময় গোপালগঞ্জ জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক দর্শনা ইমিগ্রেশনে গ্রেফতার

ভারতে পালানোর সময় গোপালগঞ্জ জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম মুনির দর্শনা ইমিগ্রেশন পুলিশ গ্রেফতার করেছে। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তাকে গ্রেফতার করে।

তার নামে গোপালগঞ্জ থানায় একটি নাশকতা মামলা রয়েছে। এ ঘটনায় ইমিগ্রেশন ইনচার্জ এস আই তুহিন বলেন, সন্ধ্যার আগ দিয়ে দর্শনা

ইমিগ্রেশন চেকপোষ্টে পৌছায়। আমারা তার পাসপোর্ট চেকিং করে দেখি তার বিরুদ্ধে গোপালগঞ্জ থানায় একটি মামলা রয়েছে।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীর ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, আমরা রাত সাড়ে ৭ টার দিকে তাকে গ্রেফতার করে দর্শনা থানায় নিয়ে এসেছি। গতকালই তাকে চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরণ করা হবে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারের হাজতির মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গায় মিলন হোসেন (৪০) নামে এক হাজতির মৃত্যু হয়েছে। সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) ভোরে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। হাজতি মিলন হোসেন দামুড়হুদা উপজেলার চিৎলা গ্রামের বিল্লাল হোসেন মালিতার ছেলে।

জানা গেছে, গত ৪ সেপ্টেম্বর দামুড়হুদা মডেল থানার একটি মারামারি মামলায় চুয়াডাঙ্গা আদালতে হাজিরা দিতে গেলে বিচারক মিলনকে কারাগারে প্রেরণের নির্দেশ দেন। মামলাটি (নম্বর-৪, তারিখ ২৮/০৮/২৫) দায়ের হওয়ার পর থেকে তিনি নিয়মিত আদালতে হাজিরা দিচ্ছিলেন। গত রোববার রাতে কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়েন মিলন। এ সময় কারা কর্তৃপক্ষ দ্রুত তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানে রাত ১২টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

দামুড়হুদা মডেল থানার এসআই সাইফুল জানান, ২৮ আগস্ট মারামারির ঘটনায় মিলনসহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা হয়। পরে ৪ সেপ্টেম্বর তিনি আদালতে হাজিরা দিতে গেলে তাকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. ওয়াহিদ মাহমুদ রবিন বলেন, চিকিৎসাধীন অবস্থায় মিলন নামের একজনের মৃত্যু হয়েছে। ময়নাতদন্ত হলে মৃত্যুর সঠিক কারণ নিশ্চিত করে বলা সম্ভব হবে। প্রথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে স্ট্রোকে তার মৃত্যু

হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারের জেলার মো. ফখরউদ্দিন বলেন, মিলন হোসেন গত ৪ সেপ্টেম্বর থেকে কারাগারে ছিলেন। রোববার রাতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। হাসপাতালের চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তিনি স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছিলেন। ময়নাতদন্ত শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

মেহেরপুর জেলা প্রাইভেট হাসপাতাল ও ক্লিনিক মালিক অ্যাসোসিয়েশনের সভা

বাংলাদেশ প্রাইভেট হাসপাতাল ও ক্লিনিক মালিক অ্যাসোসিয়েশন মেহেরপুর জেলা শাখার কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন, জেলা শাখার সভাপতি ডা. আব্দুস সালাম। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন, সাধারণ সম্পাদক জনাব খালিদ মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম।

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন, সহ-সভাপতি বিধান চন্দ্র নাথ, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ডা. জেপি আগরওয়ালা, সহ-সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমান, দপ্তর সম্পাদক আবু আক্তার করণ, সাংগঠনিক সম্পাদক আলমগীর হোসেন, অর্থ সম্পাদক শিমুল বিশ্বাস, সহ-সেক্রেটারি শাহিনুর রহমান, নির্বাহী সদস্য মুকুল বাসার, জামরুল হুদা, ফারুক হোসেন, সাগর আহমেদ, রায়হানুল কবির ও রাশেদ হাসান।

সভায় সিদ্ধান্ত হয়— দালালমুক্ত হাসপাতাল গড়ে তোলা এবং জেলা স্বাস্থ্য বিভাগকে সব ধরনের সহযোগিতা প্রদান করা হবে। পাশাপাশি পরীক্ষার মান বজায় রাখা ও রোগীদের সর্বোচ্চ সেবা দেওয়ার জন্য সদস্যদের পরামর্শ দেওয়া হয়।

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় ছাত্র সমাবেশে জেলা আমীর রুহুল আমিন

চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতের আমীর মোঃ রুহুল আমিন বলেছেন, ইসলামী আন্দোলনের সফলতার মূলমন্ত্র হলো পরিশ্রম করা। আগামী নির্বাচনে নতুন প্রজন্মের প্রথম ভোট দাড়িপাল্লার পক্ষে নেয়ার জন্য গ্রামে গ্রামে মহল্লায় মহল্লায় আমাদের ছড়িয়ে পড়তে হবে।

তরুণ প্রজন্মের কাছে তাদের সমস্যা জানতে হবে এবং তাদের সমস্যা সমাধানের স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তাদের ভোট দাড়িপাল্লার পক্ষে আনতে হবে। আমরা যাই বলি, যাই করি প্রকৃত পক্ষে আমরা স্বপ্ন দেখি তোমাদের মতো তরুণদের নিয়ে। তোমরা আমাদের ভবিষ্যত, তোমরা আমাদের অনুপ্রেরণা। তোমাদের এগিয়ে যাওয়া, তোমাদের সফলতা আমাদের খুশির কারণ। বাংলার এই জমিন ত্রুটি মুক্ত, বৈষম্য মুক্ত, চাঁদাবাজ মুক্ত তোমরা করতে চাও। বাংলার জমিন অপসাংস্কৃতির ছয়লাব থেকে বাঁচানোর জন্য তোমরা সবার আগে এগিয়ে যেতে চাও। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকটি পদক্ষেপ আলী এবং উমরের উত্তসূরীর মতো হতে হবে। তোমাদের প্রতিটি কথা যেন মুক্তার মালার মতো হতে হবে। তোমরা এগিয়ে আসো, আমরা তোমাদের অপেক্ষায় আছি।

তিনি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ছাত্রসমাবেশে এ কথা বলেন।

গতকাল শুক্রবার সকাল ৯টায় দর্শনা পৌর অডিটোরিয়াম-কাম কমিউনিটি সেন্টারে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতের আমীর ও চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের জামায়াত ঘোষিত সংসদ সদস্য প্রার্থী বিশিষ্ট আয়কর আইনজীবি মোঃ রুহুল আমিন। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা জামায়াতের নায়েবে আমীর ও চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের নির্বাচন পরিচালক মাওলানা আজিজুর রহমান এবং জেলা জামায়াতের সেক্রেটারী অ্যাডভোকেট মোঃ আসাদুজ্জামান আসাদ।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন জামায়াতের জেলা প্রশিক্ষন সম্পাদক মোঃ

জিয়াউল হক, ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাবেক জেলা সভাপতি মোঃ মাহফুজুর রহমান, সাবেক জেলা সভাপতি হাফেজ মহাসিন, জামায়াতের দামুড়হুদা থানা আমীর নায়েব আলী, দর্শনা থানা আমীর মাওলানা রেজাউল করিম, দর্শনা পৌর আমীর সাহিকুল আলম অপু, ইসলামী ছাত্রশিবিরের চুয়াডাঙ্গা সরকারী কলেজ শাখার সভাপতি পাভেজ আলম, দামুড়হুদা থানা সভাপতি আল ফাহাদ সবুজ, জীবননগর থানা সভাপতি রাসেল আহমেদ, দর্শনা পৌর সভাপতি লোকমান হোসেন প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠান উপস্থাপন করেন শিবিরের জেলা সেক্রেটারী হাফেজ আমিরুল ইসলাম।

“মেহেরপুর জেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন” শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

গাংনীতে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “মেহেরপুর জেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন” শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টায় গাংনী উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে দিনব্যাপী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর ও উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: আনোয়ার হোসেন। সেমিনারে নগর উন্নয়ন নিয়ে বিভিন্ন গঠনমূলক বক্তব্য দেন গাংনী উপজেলার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান, গণমাধ্যমকর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেনী-পেশার মানুষ।

এসময় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প পরিচালক (পিডি) আহম্মেদ আকতারুজ্জামান, ব্যাবস্তাপক, মো সাইফুর রহমান, ইয়ারুন নেছা ও পরামর্শক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।